بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১০ ফেব্রুয়ারী ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১২-এর (১০ তবলীগ, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِك يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

সূরা ফাতিহা এমন একটি সূরা যা আমরা প্রত্যেক নামাযেই পাঠ করে থাকি। হাদীসে এই সূরার বেশ কয়েকটি নাম এবং কল্যাণরাজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে এই সূরাকে সূরাতুল্ সালাত নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি 'সালাত' অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমার এবং বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছি। অর্থাৎ সূরার প্রথমাংশে খোদা তা'লার গুণাবলীর উল্লেখ আছে আর অপরাংশে রয়েছে বান্দার পক্ষে দোয়া'।**

অতএব সূরার এই তাৎপর্যকে প্রত্যেক নামাযীর সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতি অভিনিবেশের পাশাপাশি এথেকে বেশি বেশি লাভবান হবারও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যেতে হবে, অনুরূপভাবে এতে যেসব দোয়া অন্তর্নিহিত আছে তার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। এসব দোয়া থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য প্রত্যেক নামাযের প্রতিটি রাকাতে খুবই মনোযোগের সাথে তা পাঠ করা উচিত। এছাড়া এটিও সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এই সূরার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেরও একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পুরনো (ঐশী) গ্রন্থাবলীতে উক্ত সূত্রে এর উল্লেখ রয়েছে আর স্বয়ং সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তুও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়কার নিয়ামতরাজি, তা অর্জন এবং সেই যুগের অনিষ্ট এবং পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। অতএব এ দৃষ্টিকোন থেকে বর্তমান যুগের মুসলমানদের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমান উলামারা জাতিকে এমনভাবে নিজেদের করতলগত করে ফেলেছে, তাদের চিন্তা-ভাবনার শক্তিকেও এমনভাবে বিকল করে দিয়েছে, তারা এ বিষয় নিয়ে ভাবতেও প্রস্তুত নয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন। এ কারণেই মূলতঃ সাধারণ মুসলমানরা এ

বিষয়ে চিন্তা করতে চায় না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় এমনও একটি শ্রেণী আছে যারা চিন্তা-ভাবনা করে আর মসীহ্ ও মাহদীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

অতএব এসব মানুষ যারা মৌলভীদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে, এসব মৌলভী এবং নামধারী আলেমরা এদেরকে অনিষ্ট আর পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই প্রত্যেক দরদী হৃদয় এ কথা বলতে বাধ্য, নোংরামী, শির্ক এবং পথভ্রষ্টতার যুগ চলছে আর সর্বত্রই এর বিস্তার পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর একে দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কোন বিশেষ বান্দার প্রয়োজন আছে। তাদের মাঝে শুধু এ চেতনা থাকলেই হবে না বরং এজন্য অনুসন্ধানও আবশ্যক— কোথাও এই ব্যক্তি এসে যাননি তো? আল্লাহ্ তা'লার সেই বিশেষ বান্দা অবশ্যই এসে গেছেন। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, অধিকাংশ মানুষ আলেমদের অন্ধ অনুকরণের ফলে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয় বা ভয়-ভীতির কারণে তাঁকে মানতে প্রস্তুত নয়।

কাজেই নিজেদের হঠকারিতা পরিহার করে আলেমদের এবং সাধারণ জনগণকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগত নির্দেশনা গ্রহণ করা উচিত। যাহোক আমাদের কাজ হলো, বাণী পৌঁছানো আর আমরা তা পৌঁছাতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকবো। তবে এর পাশপাশি আহমদীদের, যারা মহানবী (সা.)-এর এই নিষ্ঠাবান প্রেমিকের অনুসারী হবার দাবী করি তাদেরকেও নিজেদের জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। সূরা ফাতিহার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু হতে বেশি বেশি লাভবান হবার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমগ্রের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে এই সূরার উল্লেখ করেছেন এবং এর বিষয়বস্তু সবিস্তারে তুলে ধরেছেন তা আমাদের উপর অবশ্যই একটি দায়িত্ব অর্পণ করে, অর্থাৎ আমরা যেন এটি বুঝতে সচেষ্ট হই আর এর বুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা করি। যাতে এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুকে নিজ সত্তায় ধারণ করে আমরা কল্যাণমন্ডিত হতে পারি।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ' এর পরের আয়াত الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। তিনি এই আয়াতে অন্তর্হিত বিষয়াবলীকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। এ আয়াত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ভান্ডারে (বইতে) সংরক্ষিত বিভিন্ন অংশ থেকে আজ আমি কয়েকটি উদ্ধৃতি চয়ন করেছি। এ দিকগুলো তিনি চিহ্নিত করেছেন, এ ছাড়া কেবল এই এক আয়াত সম্পর্কেই তাঁর অগণিত উদ্ধৃতি রয়েছে। নিঃসন্দেহে এগুলো পড়লে, শুনলে জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি প্রখর হয়। কিন্তু একবার পড়লেই কোন মানুষ এর গভীর মর্ম অনুধাবন করতে পারে না আর এর গভীওে পৌঁছাও সম্ভব নয়। একে বুঝার জন্য ব্যক্তিগত পড়াশোনাও আবশ্যক; তাহলে আমরা যুগ ইমামের সেই আধ্যাত্মিক ভান্ডারের সঠিক জ্ঞান ও বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হবো আর এর মাধ্যমে লাভবান হতে পারবো।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে করেছেন, তিনি বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ **অর্থাৎ সকল প্রসংশা সেই উপাস্য সত্তার প্রাপ্য যার মাঝে সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার ঘটেছে'**। অর্থাৎ সকল প্রসংশা ও গুণকীর্তন আল্লাহ্ তা'লার জন্যই প্রযোজ্য। যিনি সকল গুণাবলীর আধার, যাঁর মাঝে সকল গুণাবলী একীভূত আর আল্লাহ্ তা'লার সত্তাতেই সকল বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। তিনি (আ.) বলেন, **'যাঁর নাম আল্লাহ্! তাঁর সত্তায় সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান। আমরা পূর্বেও বর্ণনা করে এসেছি, পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্ সেই**

পরিপূর্ণ সত্তার নাম যিনি সত্যিকার উপাস্য এবং যার সত্তায় সকল গুণাবলীর সমাহার ঘটেছে এবং যিনি সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত'। অর্থাৎ সকল গুণাবলীর সমাহার এবং সকল প্রকার দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নীচ কথাবার্তা ও নীচ বিষয়ের তিনি ঊর্ধ্বে, সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর থেকেই উৎসারিত। **'আর তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং সকল কল্যাণের উৎস। কেননা, খোদা তালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফে নিজের নাম 'আল্লাহ্'কে অন্য সকল নাম ও গুণের ধারক ও বাহক আখ্যা দিয়েছেন'**। অর্থাৎ 'আল্লাহ্' নামের মাঝে অন্যসব গুণাগুণ বিদ্যমান রয়েছে, শুধুমাত্র এক আল্লাহ্ নামের মাঝেই আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে। **কোন স্থানে অন্য কোন নামকে এমন উন্নত স্থানে আসীন করেন নি। অতএব 'আল্লাহ্' নাম পূর্ণ আধার হবার কারণে অর্থাৎ এসব গুণাবলীর সর্বোত্তম ধারক-বাহক হবার কারণে তা সেসব বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গীন চিত্র যা তাঁর মাঝে বিদ্যমান। আর যেহেতু এটি (আল্লাহ্) সকল গুণবাচক নামের সমষ্টি আর বৈশিষ্ট্যের উৎস তাই এর অর্থ দাঁড়ায়, তা সকল উৎকর্ষ বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত'**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার 'আল্লাহ্' নামে সকল গুণাবলী সমষ্টিগতভাবে একীভূত। তিনি (আ.) বলেন, **'অতএব** الْحَمْدُ لِلَّهِ **-এর সারমর্ম হলো, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য এবং ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা হোক বা বিশ্বে বিরাজমান বিষ্ময়কর বিষয়াদির নিরিখেই হোক সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্র আর এতে অন্য কোন অংশিদার নেই। আর যত ধরনের প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক চিন্তা করতে পারে অথবা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মাথায় আসতে পারে, ঐসব গুণ আল্লাহ্র সত্তায় নিহিত রয়েছে। আর এমন কোন ভালো গুণ নেই, যে গুণের সম্ভাব্যতা (বা প্রয়োজন) সম্পর্কে বিবেকতো সাক্ষ্য দেয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হতভাগ্য মানুষের মতো ঐ গুণ থেকে বঞ্চিত'!** মানুষ মনে করে আর তার বিবেক সাক্ষ্য দেয়, এটি একটি ভালো গুণ অথচ আল্লাহ্ তা'লা একজন দুর্বল মানুষের মত ঐ গুণ থেকে বঞ্চিত থাকবেন— এটি কখনো হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, **'বরং কোন বুদ্ধিমানের মেধা এমন কোন সৎগুণ উদ্ভাবনই করতে পারে না যা আল্লাহ্র মাঝে পাওয়া যায় না'**। মানুষের চিন্তাশক্তি সীমিত, ঐ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না আর সেসব বৈশিষ্ট্যকে আয়ত্তও করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, **'মানুষ সর্বোচ্চ যত বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবতে পারে তার সবই তাঁর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। আর স্বীয় সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসার ক্ষেত্রে তিনি সার্বিক অর্থে সম্পূর্ণ এবং সকল প্রকার মন্দ বা অপবিত্রতা হতে তিনি সম্পূণরূপে পবিত্র'**।

এজন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিখানো একটি দোয়া হলো, **'হে আল্লাহ্! তোমার যেসব গুণবাচক নাম আমার জানা আছে তার কল্যাণও কামনা করছি আর তোমার যেসব গুণাবলী আমার জানা নেই তার কল্যাণও প্রার্থনা করছি'**। মোটকথা মানুষ কখনো আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য ও নামসমূহকে আয়ত্ত্ব করতেই পারে না।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার পর الْحَمْدُ এর অর্থ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'স্মরণ থাকে যে, 'হামদ' সে প্রশংসাকে বলা হয় যা কোন প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তির ভালো কাজের পর করা হয় অধিকন্তু (হামদ) এমন পুরস্কার দাতার প্রশংসার নাম, যিনি স্বেচ্ছায় জেনেশুনে পুরস্কার দিচ্ছেন এবং পছন্দ মোতাবেক অনুগ্রহ করেছেন'**। অর্থাৎ প্রশংসা তারই করা হয় যিনি পুরস্কার দান করেন। তার প্রশংসা করা হয় যিনি নিজ সংকল্প অনুসারে পুরষ্কার দেন। আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছা বা মর্জিমতো দেন। মর্জি কেবল আল্লাহ্রই থাকতে পারে। তিনি তাঁর মর্জিমতো অনুকম্পা করেন। **'এবং প্রকৃত অর্থে 'হামদ' বা প্রশংসা কেবল সেই সত্তারই প্রাপ্য যিনি সকল প্রকার কল্যাণ এবং নূরের (জ্যোতি) উৎস'**। অর্থাৎ সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর থেকেই উৎসারিত হয়। **'তিনি নিজ প্রজ্ঞা**

অনুসারে কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন, অজ্ঞাতসারেও নয় আর কোন বাধ্যবাধকতায়ও নয়'। অর্থাৎ সব কিছু জেনে বুঝে, জ্ঞাতসারে অনুগ্রহ করেন। অজ্ঞাতসারে বা বাধ্য হয়ে নয়। **'প্রকৃত পক্ষে 'হামদ' এর এই অর্থ কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা সত্তা আল্লাহ্‌র মাঝেই পাওয়া যায়। তিনিই একমাত্র মহানুভব। আদি ও অন্তে সকল অনুগ্রহ তাঁর পক্ষ থেকেই আর ইহ ও পরকালেও সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। এবং প্রত্যেক সেই প্রশংসা যা তিনি ব্যতীত অন্য কারো করা হয় তাও মূলতঃ তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়'**।

অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো যে প্রশংসা করা হয় তাও আল্লাহ্‌র কারণেই করা হয়। অন্যের প্রশংসাও মূলতঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই করা হয়, সেসব বিশেষত্বের কল্যাণে করা হয়, ভালো কোন কাজের কারণে করা হয় যা আল্লাহ্ তা'লার গুণেরই প্রতিফলন হিসেবে সে করেছে। অথবা আল্লাহ্‌র রহিমিয়্যত বা রহমানিয়্যত তার ব্যক্তিত্বে প্রভাব ফেলে তাকে কারো উপকারে আসার মতো যোগ্য করেছে। এরপর সে কারো উপকারে আসার যোগ্যতা লাভ করেছে, যে কারণে সে প্রশংসিত হয়েছে। মোটকথা এই পৃথিবীতে কোন মানুষ যে কাজ করে তা সে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তির সাহায্যেই করতে পারে। কাজেই চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। এ সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো লিখেছেন, **'হামদ সেই প্রশংসাকে বলা হয় যা কোন ক্ষমতাশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভালো কাজের জন্য তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে মৌখীকভাবে প্রকাশ করা হয় আর সর্বোৎকৃষ্ট প্রশংসা মহাপ্রতাপান্বিত প্রভুর জন্য নির্ধারিত। অল্প হোক বা বেশি, সর্ব প্রকার 'হামদ' বা প্রশংসা আমাদের সেই প্রভুরই প্রাপ্য যিনি পথভ্রষ্টদের পথপ্রদর্শক এবং লাঞ্ছিত ও নিগৃহীতদের মর্যাদা প্রদানকারী। প্রশংসিতদের তিনি প্রশংসিত'**। অর্থাৎ প্রশংসাযোগ্য সকল সত্তাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

অতএব যেভাবে আমি বলেছি, সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, **'(তিনি হলেন) পথভ্রষ্টদের পথপ্রদর্শক। পথভ্রষ্টদের পথ প্রদর্শনের কারণে পথপ্রাপ্তগণ খোদা তা'লার প্রতি বিনত হবে, তাঁর প্রশংসা করবে। জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে তারা লাঞ্ছিত হলেও আল্লাহ্ তা'লার কাছে তারা সম্মান লাভ করে। যেমন নবীদের বেলায় ঘটে থাকে! মানুষ বলে, ভাসাদৃষ্টিতেও তোমার অনুসারীদেরকে আমাদের কাছে হেয় ও তুচ্ছ মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এক সময় এ অবস্থা বদলে দেন। একই ফেরাউন প্রাণ ভিক্ষা চায়। একই মক্কার নেতারা তাদের প্রাণের নিরাপত্তা চায়। এটি এক সত্যিকার প্রশংসার প্রতি বিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এটি দেখে অন্তর্দৃষ্টি অধিক প্রখর হয়'**। অনুরূপভাবে এ যুগেও যারা মনে করে, আহমদীয়া জামাতের কোন মর্যাদা ও গুরুত্বই নেই, এরা তুচ্ছ মানুষ, আমরা তাদেরকে হেন করবো তেন করবো। প্রধাণতঃ আল্লাহ্ তা'লা সঙ্গে সঙ্গেই (তাদেরকে) স্বীয় শক্তিমত্তা প্রকাশ করছেন, কিন্তু এমনও এক সময় আসবে যখন এসব লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সারকথা হলো, আল্লাহ্ তা'লার 'হামদ'-এর অর্থ হলো খোদা তা'লা পরম প্রশংসিত এবং এবং তিনি পরিপূর্ণ প্রশংসাকারী। আর খোদা তা'লার প্রশংসাই সকল সম্মান ও মর্যাদার উৎস। একজন বিশ্বাসীর দায়িত্ব হচ্ছে, এ প্রশংসার উপলব্ধি অর্জন করে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় বা নিরাপত্তার বেষ্টনিতে স্থান লাভ করা। 'হামদ' শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনকে 'হামদ' শব্দ দ্বারা কেন আরম্ভ করেছেন? এর মধ্যে কি প্রজ্ঞা নিহিত? সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ 'হামদ' দ্বারা আরম্ভ করেছেন, কৃতজ্ঞতা ও স্তুতির মাধ্যমে নয়। কেননা 'হামদ' শব্দটি এ উভয় অর্থই বহন করে, তা এ উভয়ের**

পরিপূরক ঠিকই কিন্তু একই সাথে এতে সংশোধন, অলংকার ও সৌন্দর্যের অর্থ অন্যান্য শব্দের তুলনায় গভীর'। অর্থাৎ এতে সৌন্দর্য, আকর্ষণ এবং সংশোধন সবক'টি দিকই রয়েছে। 'কাফিররা অযথাই তাদের মূর্তিগুলোর গুণকীর্তন করতো এবং তাদের প্রশংসার জন্য 'হামদ' শব্দ ব্যবহার করতো এবং এই বিশ্বাস পোষণ করতো যে, এসব উপাস্য সকল দান ও পুরস্কাররাজীর উৎস এবং দানশীলদের অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে তাদের মৃতদের জন্য শোক প্রকাশকারীদের পক্ষ থেকে মিথ্যা গৌরব গাঁথা বর্ণনা করতে গিয়ে মাঠে-ঘাটে বা ভোজ সভায় সেভাবে 'হামদ' বা প্রশংসা করা হতো যেভাবে এই রিযিকদাতা, তত্ত্বাবধায়ক এবং নিশ্চয়তা প্রদানকারী আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করা উচিত। এজন্য এই اَلْحَمْدُ لله। (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র) এসব লোকদের এবং অপরাপর সব মুশরিকদের খন্ডন আর বুদ্ধিমত্তার সাথে যারা কার্য সাধন করে তাদের জন্য এতে উপদেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এ শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রতিমাপূজারী, ইহুদী, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য মুশরিকদের দোষারোপ করেন। যেন তিনি বলছেন, হে পৌত্তলিকগণ! তোমরা কেন তোমাদের উপাস্যদের প্রশংসা করো এবং কেন বাড়িয়ে বাড়িয়ে তোমাদের প্রবীণদের প্রশংসা করো? তারা কি তোমাদের সেই প্রভু যারা তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের প্রতিপালন করেছে। নাকি তারা এমন দয়াময় যারা তোমাদের প্রতি করুণা দেখায়, তোমাদের বিপদাপদ দূর করে এবং তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে? নাকি তোমরা যে কল্যাণ লাভ করেছো তার রক্ষণাবেক্ষণ করে বা সমস্যার কুফল থেকে তোমাদের মুক্ত রাখে এবং রোগ-ব্যাধি হতে তোমাদের আরোগ্য দান করে? তারা কি পুরস্কার ও শাস্তি দিবসের অধিপতি? কখনোই না। বরং একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই পরম আনন্দ দান, হিদায়াতের উপকরণ সরবরাহ, দোয়া সমূহ গ্রহণ এবং শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে তোমাদের প্রতি করুণা করেন, তোমাদের প্রতিপালন করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবানদের অবশ্যই প্রতিদান দিবেন'।

এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'আমাদের খোদা পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ খোদা, সকল প্রকার উৎকর্ষ গুণাবলী ও সমস্ত প্রশংসার আধার এবং তাঁরই মাঝে তা একীভূত'। তিনি (আ.) বলেন, 'এর সাথে সাথে اَلْحَمْدُ لله।-তে এ ইঙ্গিতও রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভের ব্যাপারে নিজ মন্দকর্মের ফলে ধ্বংস হয়েছে অথবা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করেছে! আল্লাহ্ তা'লার পরাকাষ্ঠা হতে চোখ ফিরিয়ে নেয়ায়, তাঁর অলৌকিক বিষয়াদি না দেখে চোখ বন্ধ করে রাখায় এবং যে সব বিষয় তাঁর সঠিক মর্যাদার পরিচায়ক সেগুলোকে মুশরিকদের মতো অবহেলা করায় সে ধ্বংস হয়েছে'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে না চেনার কারণে সে ধ্বংস হয়েছে। অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লার আসনে বসায়, তার চোখে আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা যথাযথ ভাবে ধরা পড়ে না বা গোপন থাকে অথবা অন্য কাউকে সে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করালে সে ধ্বংস হবে। তিনি (আ.) বলেছেন, 'তুমি কি খ্রিস্টানদের দেখো না? তাদেরকে একত্ববাদের আমন্ত্রণ দেয়া হয়েছিল কিন্তু বিভ্রান্তকারী আত্মা ও স্খলনকারী কামনা-বাসনা তাদের সামনে ভ্রষ্টতাপূর্ণ ধারণাকে মনোরম করে দেখিয়েছে ফলে তারা অধম বান্দাকে খোদা বানিয়ে বসেছে আর এই ব্যাধিই তাদেরকে ধ্বংস করেছে। তারা ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার সুরা পান করে। তারা আল্লাহ্ তা'লার পরাকাষ্ঠা ও তাঁর নিজস্ব গুণাবলী ভুলে গেছে এবং তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা প্রস্তাব করেছে। তারা যদি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ও তাঁর মর্যাদাসম্মত পরাকাষ্ঠা নিয়ে গভীরভাবে প্রণিধান করতো তবে তারা ভুল

করতো না আর তারা ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হতো না। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এখানে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লাকে চেনার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি হতে রক্ষাকারী আইন হলো, তাঁর উৎকর্ষতা সম্পর্কে গভীরভাবে প্রণিধান এবং তাঁর সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণাবলীর অন্বেষণ করা'। অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীর সঠিক ধারণা লাভ করা এবং তা অবলম্বনের চেষ্টা করা। **'আর এসব গুণাগুণ জপ করা হয়, যা সমস্ত জাগতিক নিয়ামতরাজি হতে উত্তম এবং সব ধরনের সাহায্যের তুলনায় বেশি উপযুক্ত। আর তিনি তাঁর ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে যে সব গুণের প্রমাণ দিয়েছেন অর্থাৎ তাঁর শক্তি, সামর্থ, প্রতাপ ও উদারতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। কাজেই এ কথাটি স্মরণ রেখো এবং উদাসীন হয়ো না, আর জেনে রেখো রবুবিয়্যত, রহমানিয়্যত এবং বিচার দিবসে একচ্ছত্র আধিপত্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার। অতএব হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আনুগত্য করতে অস্বীকার করো না এবং একত্ববাদী মুসলমান হয়ে যাও। পুনরায় এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন, প্রথম তথাকথিত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হবার পর অন্য কোন নুতন গুণ পরিগ্রহণ করা, তার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হওয়া এবং দুর্বলতার পর গুণে অলংকৃত হওয়া'র মত কোন ধারণার তিনি ঊর্ধ্বে।** অর্থাৎ তাঁর মাঝে কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে না তাই নুতন সৌন্দর্যের প্রশ্নই উঠে না। তাঁর মাঝে কেবল সৌন্দর্যই বিরাজমান। এমন নয় যে, পূর্বের গুণের সাথে নুতন গুণ যোগ হয়ে মানোন্নয়ন ঘটেছে। **'বরং শুরু ও সমাপ্তীতে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে চিরস্থায়ী প্রশংসা তাঁরই। যে ব্যক্তি এর পরিপন্থী কথা বলে সে সত্যচ্যুত হয়ে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়'।** অতএব আল্লাহ্ তা'লা সব ধরনের দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। যে ব্যক্তি তাঁর গুণাবলী সঠিক ভাবে অনুধাবন করে না সে ধ্বংসের গহ্বরে তলিয়ে যায়। অতীতের বিভিন্ন জাতির ধ্বংসের কারণ হলো তারা খোদা তা'লার গুণাবলীকে বুঝেনি, শির্‌কে বা বহুশ্বরবাদে লিপ্ত হয়েছে আর যদি জেনেও থাকে তাহলে তা ভুলে গিয়েছে।

এরপর মুসলমানদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যে, তাদের উপাস্য সমস্ত প্রশংসার অধিকারী এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

'الْحَمْدُ لله' শব্দে মুসলামানদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যখন তাদের প্রশ্ন করা হয় বা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাদের উপাস্য কে? তখন প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব, এ উত্তর প্রদান করা যে আমার উপাস্য হচ্ছেন তিনি যিনি সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি তাঁর জন্য প্রমাণিত তাই তুমি, যারা ভুলে যায় তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে না'।

অতএব কেবল মৌখিক ভাবে الْحَمْدُ لله। বলাই যথেষ্ট নয়। الْحَمْدُ لله। বলা মাত্রই এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত যে, আমার একজন উপাস্য আছেন, খোদা আছেন— যাঁর আমি ইবাদত করি। ইবাদত এ জন্য করি, কারণ তিনি আমার প্রভু-প্রতিপালক, আল্লাহ্।

অতঃপর অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন, **'আর এ বাক্য الْحَمْدُ لله। দ্বারা এই সূরা আরম্ভ করা হয়েছে যার অর্থ হলো, সকল প্রশংসা ও গুণকীর্তন সেই সত্তার জন্য স্বীকৃত যার নাম হলো 'আল্লাহ্'। আর الْحَمْدُ لله। বাক্যের মাধ্যমে আরম্ভ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মার গভীর আবেগ এবং সহজাত আকর্ষণের মাধ্যমে যেন খোদা তা'লার ইবাদত করা হয়। প্রেম ও ভালবাসা সমৃদ্ধ আকর্ষণ কারো জন্য আদৌ সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এটি প্রমাণিত না হয় যে, সে সত্তা এমন পূর্ণ গুণাবলীর আধার যা দেখে হৃদয় অবলিলায় প্রশংসা গাইতে আরম্ভ করে। আর এটি**

প্রমাণিত, পূর্ণাঙ্গীন প্রশংসা দু'ধরনের গুণের প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। একটি পূর্ণ সৌন্দর্য আর অপরটি পূর্ণাঙ্গীন অনুগহ (অর্থাৎ কারো মাঝে সৌন্দর্য থাকলে তার প্রশংসা করা হয় বা কারো প্রতি কারো দয়া বা অনুগ্রহ থাকলে তার প্রশংসা করা হয়ে থাকে) **আর কারো মাঝে উভয় প্রকার গুণাবলীর সমাহার ঘটলে তার জন্য হৃদয় নিবেদিত ও উদ্বেলিত হয়। উভয় প্রকার গুণাবলী সত্যান্বেষীদের সামনে প্রকাশ করাই পবিত্র কুরআনের বড় উদ্দেশ্য যাতে এ অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় সত্তার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় আর আত্মার আকর্ষণ এবং আবেগের মাধ্যমে তাঁর দাসত্ব করে। সেই খোদা যার দিকে কুরআন ডাকছে, তিনি নিজের মাঝে কেমন গুণাবলী ধারণ করেন– প্রথম সূরাতেই তিনি এর সূক্ষ্ম চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই এ কারণেই এই সূরাকে الْحَمْدُ لله। বাক্যের মাধ্যমে আরম্ভ করেছেন যার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার প্রাপ্য যাঁর নাম 'আল্লাহ্'।'**

অতএব আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই সেই সত্তা যাঁর মাঝে সকল প্রকার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের সমাহার ঘটেছে, এ জন্য الْحَمْدُ لله। দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সৌন্দর্য এবং দয়া কী তা একস্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে সেটি একটি ভিন্ন বিষয়, এখানে কেবল সংক্ষিপ্তাকারে বলে দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লার সৌন্দর্যের অর্থ হচ্ছে, সব ধরনের গুণাবলী তাঁর মাঝে বিদ্যমান। তিনি যে সমস্ত পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলীর আধার, তাঁর মাঝে যে সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দয়া বা অনুগ্রহ সর্ম্পকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) চারটি মৌলিক নীতি এ সূরার আলোকে উল্লেখ করেছেন; যা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। **'তাঁর প্রথম অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি 'রব' অর্থাৎ সৃষ্টি করে সেটিকে উদ্দিষ্ট গন্তব্যের উৎকর্ষতায় পৌঁছিয়ে থাকেন। সেটির লালন-পালন করেন। দ্বিতীয় অনুগ্রহ হচ্ছে, তাঁর 'রহমানিয়্যত' বৈশিষ্ট্য; সে অনুযায়ী তিনি প্রত্যেক জীবকে শক্তি দান করেছেন আর প্রয়োজন অনুপাতে তাকে উপকরণ সরবরাহ করেছেন। আর এর মধ্য হতে সবচেয়ে বড় অংশ দিয়েছেন মানুষকে। আর তাঁর তৃতীয় অনুগ্রহ হচ্ছে, তাঁর রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তিনি দোয়া এবং পুণ্যকর্মকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা প্রদান করেন এবং এর প্রতিদান দেন আর বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। চতুর্থ এহসান বা অনুগ্রহ হলো, তাঁর বিচার দিবসের মালিক হওয়া। যার সুবাদে তিনি স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহে যেভাবে চান আর যতটা চান ভূষিত করেন। কর্মের ফলাফল প্রকাশ করে থাকেন আর তা সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লার অনুগ্রহে হয়ে থাকে'।**

এ হলো তাঁর চারটি এহসান বা অনুগ্রহ, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন আর আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। رَبِّ الْعَالَمِينَ। এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ভ্রষ্টতার যুগের পর হিদায়াতের যুগ নিয়ে আসেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'লা স্বীয় উক্তি رَبِّ الْعَالَمِينَ। এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁর পক্ষ থেকে। পৃথিবীতে যতো হিদায়াত প্রাপ্ত, ভ্রষ্ট এবং ভ্রান্তিতে নিপতিত দল আছে সবাই আলামিন (জগত সমূহ) এর অন্তর্ভূক্ত। কখনো ভ্রষ্টতা, অবিশ্বাস, অবাধ্যতা আর ভারসাম্যহীনতা (আলম) ছেয়ে যায় আর পৃথিবী অন্যায় ও অবিচারে ভরে যায়। মানুষ মহা প্রতাপান্বিত খোদার পথ পরিত্যাগ করে। তাঁর ইবাদত করা বা বান্দা হবার প্রকৃত মর্মও বুঝে না আর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের সুবাদে খোদার প্রাপ্যও প্রদান করে না। ইবাদত বন্দেগীও প্রকৃত অর্থে করে না আর রব বা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহ্র অধিকার তাঁকে প্রদান করে না। যুগ এক তমাসাচ্ছন্ন রাতের মতো হয়ে যায় আর ধর্ম সেই সমস্যায় নিদারুনভাবে জর্জরিত হয়। তখন আল্লাহ্ তা'লা আর একটি আলম বা বিশ্বের উন্মেষ ঘটান। তখন**

এই পৃথিবী একটা নতুন পৃথিবীতে রূপ নেয়। আর আকাশ থেকে একটা নতুন তকদীর বা নিয়তি অবতীর্ণ হয়। মানুষকে শনাক্তকারী ও তত্ত্বজ্ঞানী হৃদয় এবং খোদা তা'লার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ভাষা দেয়া হয় আর তারা নিজেদেরকে খোদা তা'লার সামনে একটি মসৃন পদদলিত রাস্তার মত উপস্থাপন করে। আশা ও ভীতি সহকারে তাঁর প্রতি তারা ধাবিত হয়। তারা লজ্জাশীলতার বসে অবনত দৃষ্টির সাথে তাঁর পানে তাকায়। আর এমন চেহারা নিয়ে আসে যা অবাভমোচনকারীর সত্তার পথপানে চেয়ে থাকে। ইবাদতে তাদের অবিচলতা গগনচুম্বি হয়ে থাকে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে উল্লেখ করেছেন, আরেকটি আলম বা বিশ্বের উন্মেষ ঘটান যার ফলে এই পৃথিবী একটা নতুন পৃথিবীতে পরিণত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও ইলহাম হয়েছিল, আর তিনি বলেন, **'কাশ্ফে দেখেছি, আমি একটা নতুন জমিন ও নতুন আসমান সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি বললাম আসো এখন মানব সৃষ্টি করি।'** এ যুগের মৌলভীরা একথা শুনে হট্টগোল বাঁধিয়ে বসে, দেখো! খোদা হবার দাবী করে বসেছে। তিনি বলেন, **'এটি খোদা হবার দাবী নয় বরং এর অর্থ হলো, খোদা তা'লা আমার হাতে এমন এক পরিবর্তন সাধন করবেন যার ফলে আকাশ এবং জমিন যেন নতুন রূপ লাভ করবে। আর খাঁটি মানুষের জন্ম হবে, এমন মানুষ যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবে, বান্দা হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করবে আর লালন-পালনকারী হিসেবে আল্লাহ্ তা'লাকে চিনতে পারবে'**। তিনি (আ.) বলেন **'এমন দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি তাকায় যা লজ্জাশীলতার কারণে অবনত থাকে। আর এমন চেহারা নিয়ে আসে যা অবাভমোচনকারীর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। ইবাদতে তাদের অবিচলতা গগনচুম্বি হয়ে থাকে। মানুষ ইবাদত বন্দেগীতে রত হয় আর এই সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করে। স্রষ্টতা যখন চরম আকার ধারণ করে এমন সময় এমন মানুষের একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। অধঃপতনের জের হিসেবে মানুষ হিংস্র প্রাণী ও গবাদি পশু সদৃশ হয়ে যায়। তখন ঐশী কৃপা এবং খোদার স্থায়ী অনুগ্রহ অন্ধকারকে দূরীভূত করা এবং ইবলিসের দাঁড় করানো অট্টালিকা ও তাঁবুগুলো ভূপাতিত করার উদ্দেশ্যে (স্বর্গে) এক ব্যক্তিকে দাঁড় করানোর প্রয়োজন দেখে। করুণাশীল খোদার পক্ষ তখন শয়তানের বাহিনীর মোকাবিলার জন্য একজন ইমাম আসেন'**। যেমনটি কিনা আমি এখনই বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছে, তিনি কাশ্ফে দেখেছেন, **'শয়তান ও রহমান উভয়েরই সৈন্য রয়েছে যাদের মাঝে অহরহ যুদ্ধ লেগেই থাকে।** (অর্থাৎ একটি বাহিনী শয়তানের আর অপরটি হলো রহমানের যারা সর্বদা বিবাদমান থাকে।) **এদেরকে কেবল তারাই দেখে যাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দেয়া হয়েছে।** (অর্থাৎ যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তারাই দেখতে পায়, যারা সত্যিকার অর্থে ইবাদত-বন্দেগী করে কেবল তারাই দেখতে পায়। আর যারা খোদার লালন-পালন বা 'রব' বৈশিষ্ট্যকে বুঝে তারাই দেখতে পায়)। **এক পর্যায়ে মিথ্যার গলায় বেড়ি পরানো হয় আর মিথ্যা মরিচিকার মত যুক্তি উবে যায়। অতএব সেই ইমাম শত্রুর বিরুদ্ধে সব সময় জয়যুক্ত থাকেন আর হিদায়াতপ্রাপ্ত শ্রেণীর সাহায্যকারী হয়ে থাকেন। হিদায়াতের পতাকা সমুন্নত রাখেন আর পরহেজগারীর** (তাক্বওয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যেখানে বা যে সময় আলোচনা হয়) **সময় ও সমাবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলেন'**। অর্থাৎ বেশির ভাগ সময় পরহেজগারী বা তাক্বওয়া, সৎকর্ম এবং খোদাভীতির মধ্যে কাটে, এমন বৈঠক বা সভা হয় যেখানে আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি (আ.) বলেন, **'এক পযার্য়ে মানুষ বুঝে যে, তিনি কুফর বা অবিশ্বাসের হোতাদের কারারুদ্ধ করেছেন তাদের বাঁধন শক্ত করে দিয়েছেন আর মিথ্যা**

ও প্রতারণার প্রতীক হিংস্রদের গ্রেফতার করেছেন। আর তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি কুপ্রথার অট্টালিকাকে ভূপাতিত এবং গম্বুজকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি ঈমানের বাণীকে সুসংহত আর এর উপকরণকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি স্বর্গীয় রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছেন আর সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করেছেন'।

অতএব আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে নতুন জমিন ও নতুন আসমান সৃষ্টি হয়েছে যদ্বারা আমরা কল্যাণমন্ডিত হচ্ছি। আমাদেরকে সকল প্রকার বিদাত থেকে নিজেদের দূরে রাখতে হবে আর ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে, যথাযথ ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতের চেষ্টা করতে হবে এবং তাঁর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন সম্পর্কে সঠিক চেতনায় সমৃদ্ধ হতে হবে, তবেই কেবল আমরা এই নতুন জমিন ও নতুন আসমান হতে কল্যাণমন্ডিত হতে পারবো। বান্দা যখন তার প্রভুকে প্রকৃত অর্থে চিনে আর ইবাদতের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হয় তখন সে رَبِّ الْعَالَمِينَ বা বিশ্ব প্রতিপালক খোদার সেই বুৎপত্তি অর্জন করে যা তাকে অন্যদের মাঝে স্বতন্ত্র করে তোলে; এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'পবিত্র সত্তা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় উক্তি رَبِّ الْعَالَمِينَ এই ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। আকাশ সমূহ্ ও পৃথিবীতে তাঁরই প্রশংসা কীর্তন হয়, প্রশংসাকারীরা তাঁর প্রশংসায় রত এবং তাঁর স্মরণে ব্যপৃত থাকে। প্রতিটি বস্তু তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসার গান গেয়ে থাকে, তাঁর কোন বান্দা যখন কামনা-বাসনাকে পরিহার করে নিজের আবেগ অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর পথে আর তাঁর ইবাদতে বিলীন হয়ে যায়, নিজের সেই প্রভুকে চিনে যিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাকে লালন-পালন করেছেন তখন সে পুরো সময় তাঁর প্রশংসায় নিমগ্ন থাকে, সর্বান্তকরণে বরং নিজ অস্তিত্বের প্রতিটি অণু দিয়ে তাঁকে ভালবাসে; তখন সে ব্যক্তি সমগ্র বিশ্ব জগতের মাঝে একটি (ক্ষুদ্র) বিশ্ব হয়ে যায়'**। এরপর তিনি এ সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **'বিভিন্ন আলামীন (বিশ্ব) এর মাঝে একটি বিশ্ব হলো সেটি যাতে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন'**। এরপর তিনি (আ.) তাঁর নিজ যুগের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা সন্ধানীদের প্রতি করুণা করতে গিয়ে আরো একটি জামাত বা দল গঠন করেছেন। যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামাত বা দল। আমরা যেহেতু বিশ্ব প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি তাই এই আলম বা এই জগতভূক্ত হবার জন্য আমাদের নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছাধীন হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত যেন আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের পুরস্কারে ভূষিত হতে পারি।

আলামীন-এ কি কি অন্তর্ভূক্ত আছে আর আলামীনের সংজ্ঞা কী? এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'আলামীন বলতে সৃষ্টির স্রষ্টা খোদা ছাড়া বাকী সব কিছুকে বুঝায়; তা আত্মার জগতই হোক বা বস্তু জগত; বা তা এই পৃথিবীর চন্দ্র-সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র সদৃশ কিছু হোক না কেন।** (অর্থাৎ আত্মা হোক বা বস্তু যাই হোক না কেন আল্লাহ্ ছাড়া বাকী সবকিছুই আলামীন ভূক্ত) **অতএব সমগ্র আলম বা বিশ্ব জগত— স্রষ্টার প্রতিপালন বা রবুবিয়্যতের গন্ডিভূক্ত'**।

কাজেই যেখানে সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়্যত বা লালন-পালনের গন্ডিভূক্ত আর আমাদের জানাও আছে, আল্লাহ্ তা'লাই সকল আলম বা জগত সমূহের প্রতিপালন কর্তা তা সত্বেও এমন সময়ও আসে যখন মানুষ মানুষকে নিজের প্রতিপালক এবং রিয্‌কদাতা বা জীবিকার বিধানকারী মনে করে। সমাজের চাপের কারণে জাগতিকতা ছেয়ে যায়, এমন ক্ষেত্রে একজন মু'মিনের উচিৎ তাৎক্ষণিক ভাবে আত্মজিজ্ঞাসা করা আর তওবা ও ইস্তেগফারের সাথে বিশ্ব

প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা; যেন নতুন যে জমিনে আমরা বসতি গেড়েছি আর যেই আকাশের ছাদ আমাদের মাথার উপরে আছে তদ্বারা আমরা কল্যাণ মন্ডিত হতে পারি। বাহ্যিক চাহিদার পাশাপাশি আত্মিক চাহিদাও আল্লাহ্ তা'লা পূরণ করেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'খোদা সমগ্র জগতের খোদা! আর যেভাবে তিনি বাহ্যিক ও দৈহিক চাহিদা এবং দৈহিক লালন পালনের নিরিখে কোন তারতম্য না করে সকল প্রকার সৃষ্টির জন্য বস্তু ও উপকরণ সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন তাই আমাদের নীতি অনুসারে তিনি رَبِّ الْعَالَمِينَ বা বিশ্ব প্রতিপালক। তিনি খাদ্য-শষ্য, আলো-বাতাস ইত্যাদি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। একইভাবে তিনি সকল যুগে সকল জাতির সংশোধনের জন্য বিভিন্ন সময় সংস্কারক প্রেরণ করেছেন যেমনটি কিনা তিনি নিজেই বলেন,** وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (সূরা আল্ ফাতের: ২৫)।

অতএব চিরাচরিত রীতি অনুসারে যেহেতু তিনি প্রেরণ করে আসছেন সেহেতু এ যুগেও প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজি কোন বিশেষ জাতির একক বিশেষত্ব নয়,رَبِّ الْعَالَمِينَ-এর এই আঙ্গিক সর্ম্পকে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনের সুচনা করেছেন প্রথম আয়াত** الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ **এর মাধ্যমে, যা সূরা ফাতিহায় রয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত উৎকর্ষ ও পূত-পবিত্র গুণাবলী খোদারই বিশেষত্ব, যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালক। বিভিন্ন জাতি, যুগ ও দেশ 'আলম' শব্দের অন্তর্গত। যে আয়াতের মাধ্যমে কুরআন শরীফের সুচনা হয়েছে তা সত্যিকার অর্থে সেই সকল জাতির (ধারণার) খন্ডন যারা আল্লাহ্ তা'লার সার্বজনিন প্রতিপালন বা খোদার রবুবিয়্যতরূপী কল্যাণধারাকে কেবল স্বজাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে আর অপরাপর জাতিগুলোকে আল্লাহ্র বান্দাই মনে করে না যেন আল্লাহ্ তা'লা পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় তাদের ছুড়ে ফেলেছেন বা ভুলে গেছেন যেন তারা তাঁর সৃষ্টিই নয়'।**

অতএব যেভাবে মানুষের প্রতিপালনের জন্য বিশ্বপ্রতিপালক জাগতিক উপকরণ সরবরাহ করেন সেভাবে আধ্যাত্মিক উপকরণও সৃষ্টি করেন, কেননা এটিই তাঁর রবুবিয়্যত বা লালন-পালন। যে একে অস্বীকার করে সে তাঁর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে। কাজেই যারা সূরা ফাতিহা পাঠ করা সত্ত্বেও এ যুগে মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করছে! তাদের ভাবা উচিত। আর আমাদেরকেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর চেষ্টা করা উচিত, আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও তাক্বওয়ায় উন্নতি করতে পারি।

তিনি (আ.) আরো বলেন, **'হামদ' শব্দে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে তাহলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমার গুণাবলীর নিরিখে আমাকে সনাক্ত করো আর আমার পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে আমাকে চিন। আমি দুর্বলদের মতো নই বরং আমার প্রশংসনীয় মর্যাদা অতিশয়োক্তির সাথে প্রশংসাকারীদের প্রশংসার চেয়েও বড়। আর তোমরা আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য দেখবে না যা আমার সত্তায় নেই। যত প্রাণান্তকর চেষ্টাই করো না কেন আর নিজেদের কাজে গভীরভাবে নিমগ্নদের ন্যায় এসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে যতই মাথা ঘামাও না কেনো তোমরা আমার প্রশংসনীয় গুণাবলীর গুণ কখনোই আয়ত্ত করতে পারবে না। ভালভাবে প্রণিধান করো এমন কোন স্তুতি তোমাদের চোখে পড়ে কী যা আমার সত্তায় নেই? তোমরা এমন কোন পরাকাষ্ঠার খবর রাখো কী যা আমার মাঝে এবং আমার দরবারে দেখা যায় না? যদি তোমরা এমনটি মনে করো তাহলে তোমরা আমাকে চিনতে পারো নি বরং তোমরা অন্ধদের অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃত কথা হলো আমি আল্লাহ্! আমার প্রশংসনীয় বৈশিষ্টাবলী ও স্বীয় পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে ধরা**

দেই। মুষলধারে বৃষ্টির কথা আমার কল্যাণের মেঘমালা থেকে জানা যায়। অতএব যারা আমাকে সকল উৎকর্ষ গুণাবলী এবং পরাকাষ্ঠার সমাহার হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আর তারা যেখানে যে পরাকাষ্ঠাই দেখেছে আর চিন্তার শেষ সীমা বা দিগন্তে যে মহিমাই তাদের চোখে পড়েছে তারা তাকে আমার সাথেই সম্পৃক্ত করেছে আর তাদের মেধা ও মননে যে মাহাত্ম্যই ধরা দিয়েছে আর প্রত্যেক শক্তি যা চিন্তার জগতে তাদের চোখে পড়েছে (অর্থাৎ তাদের চিন্তাভাবনার জগতে যা তাদের চোখে পড়ে) **তারা তাকে আমার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। কাজেই এরা এমন মানুষ যারা আমাকে চিনার পথে পরিচালিত হচ্ছে। সত্য তাদের সাথে তাই তারা সফলকাম হবে। অতএব খোদা তোমাদেরকে নিরাপত্তার বেষ্টনিতে আশ্রয় দিন। উঠো! মহাপ্রতাপান্বিত খোদার বৈশিষ্ট্যাবলী অন্বেষণে ব্যপৃত হও আর বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবীদদের ন্যায় এ সম্পর্কে ভাবো ও প্রণিধান করো** (অর্থাৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও গভীর চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগাও) **ভালভাবে খতিয়ে দেখো আর পরাকাষ্ঠার সকল আঙ্গিকের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দাও আর এই পৃথিবীর বাহ্যিক ও আত্মিক আঙ্গিনায় সেভাবে এর সন্ধান করো যেভাবে একজন চরম লোভী মানুষ গভীর একাগ্রতার সাথে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করার কাজে নিয়োজিত থাকে। অতএব যখন তোমরা তার পরাকাষ্ঠার আঁচ করতে পারবে এবং তাঁর সৌরভ পাবে তখন জেনো যে, তোমরা তাকে পেয়ে গেলে আর এটি এমন একটি রহস্য যা শুধু সত্য সন্ধানীদের সামনেই প্রকাশ পায়। অতএব ইনি-ই তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের মনিব যিনি নিজ গুণে সম্পূর্ণ আর সকল উৎকর্ষ গুণাবলী এবং প্রশংসার সমাহার। তাঁকে সেই চিনতে পারে যে সূরা ফাতিহা সম্পর্কে গভীর ভাবে প্রণিধান করে আর ব্যথিত হৃদয়ে খোদা তা'লার কাছে সাহায্য যাচনা করে। যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করার সময় নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে পরিশুদ্ধ করে এবং তাঁর সাথে বয়আতের অঙ্গীকার করে আর নিজেদের জীবনকে সকল প্রকার হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করে তাদের জন্য এ সূরার দ্বার খুলে দেয়া হয়। আর তারা তখনই দৃষ্টিশক্তি লাভ করে'।** {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কৃত তফসীর, ১ম খন্ড- পৃষ্ঠা: ৭১-৯৬}

অতএব আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর এই মর্যাদা লাভে আমাদের সদা সচেষ্ট থাকতে হবে এবং লাভ করতে হবে। সূরা ফাতিহা এবং পুরো কুরআন সম্পর্কে প্রণিধানের পথও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিখানো বা দেখানো পথ অনুসরণেই আমরা পেতে পারি। তাঁর ইচ্ছা ও বাসনা অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর বুৎপত্তি অর্জন করে আমরা যেন নিজেদের জীবনকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে সাজাতে পারি, এটিই আল্লাহ্‌র সমীপে আমার দোয়া।

আজকে আমি নামাযের পর দু'টো গায়েবানা জানাযা পড়াবো।প্রথম জানাযা হচ্ছে, সাবেক এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মরহুম আহমদ খাঁন নাসীম সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া ফাতেহ বেগম সাহেবার। জনাব আহমদ খাঁন নাসীম সাহেব অনেক পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর স্ত্রী গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون । মরহুমা খুবই পুণ্যবতী, পাঁচ বেলার নামায ছাড়াও দোয়া এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত একইসাথে খোদাভীরু ও নিষ্ঠাবান নারী ছিলেন। রীতিমত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমি পূর্বেই বলেছি, তাঁর স্বামী জনাব আহমদ খাঁন নাসিম সাহেব এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মোকামী ছিলেন। সচরাচর গ্রাম্য জামাতগুলো এর আওতাভূক্ত বা এমন অনেক জেলা এর আওতাভূক্ত যেখানে গ্রাম্য জামাতের সংখ্যা বেশী। ঝং এবং সারগোধা, রাবওয়ার নিকটবর্তী হবার কারণে সেখানকার আহমদীরা অধিকাংশ সময় রাবওয়ায় আসতেন আর হযরত মৌলভী সাহেবের ঘর তাদের কাছে নিজের ঘর মনে হতো। তাঁর

ছেলে লিখেছেন, বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক সময় পঞ্চাশ জনের কাফেলা এসে যেতো যাদের ভেতর পুরুষ মহিলা উভয়ই অন্তর্ভূক্ত থাকতো। আর তিনি হাসিমুখে তাদের আতিথেয়তা করতেন। এমন মানুষ আগাম সংবাদ না দিয়ে হঠাৎ করে আসেন আর বিশেষ করে আমাদের সমাজে মানুষ নিয়ম-কানুনও জানে না। যাহোক তাৎক্ষণিকভাবে সবার জন্য গরম গরম খাবার প্রস্তুত করা হতো। কখনো তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করেন নি যে, এরা এভাবে না জানিয়ে কেনো আসে। আর এভাবে তাদের সাথে একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয় আর মৌলভী সাহেবের ইন্তেকালের পরও সেই সম্পর্ক বহাল ছিলো আর তাদের ঘরে মানুষের যাতায়াত অব্যাহত থাকে। দরিদ্রদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। সন্তানদের কাছ থেকে কখনো কিছু নেন নি কিন্তু তাদেরকে সদা বলতেন, গরীবদের দাও। হাতে যে পয়সাই থাকতো গরীব, ফকীর এবং এতীমদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। বলেন যে, তাঁর ঘরে গরীবদের লাইন লেগে থাকত। মহিলারা তাঁর কাছে এসে সুখ-দুঃখের কথা বলতো। সবচেয়ে বড় গুণ ছিলো, খিলাফতের প্রতি তাঁর পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিলো আর সন্তানদেরও একই উপদেশ দিতেন। তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন আর এ উদ্দেশ্যে সর্বদা তিনি চেষ্টিত ছিলেন। তিনি মুসী ছিলেন, খোদা তা'লা তাঁর রূহের মাগফিরাত করুন এবং জান্নাতে তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। মরহুমা তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন, যাদের মাঝে এক ছেলে তাঁর কাছে ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে দেশের বাহিরে আছেন, তাঁরা হলেন জনাব নাসের পরওয়াযী এবং জনাব নাসীম মাহদী; যিনি আমেরিকাতে আমাদের মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করছেন। পরওয়াযী সাহেব এবং নাসীম মাহদী সাহেব কোন কারণে জানাযায় যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও সহ্য শক্তি দান করুন। আমাদের মুবাল্লেগ নাসীম মাহদী সাহেবের পক্ষে তাঁর মায়ের দোয়া কর্মক্ষেত্রে অনেক কাজ দিয়ে থাকবে নিশ্চয়। ভবিষ্যতেও তাঁরা তাঁর দোয়ার কল্যাণ লাভ করুন এটিই আল্লাহ্‌র কাছে আমার দোয়া থাকবে।

দ্বিতীয় গায়েবানা জানাযা মরহুমা হাকিম বীবী সাহেবার যিনি পাকিস্তানের সাবেক মুয়াল্লেম ইসলাহ্ ইরশাদ জনাব গোলাম রসূলের স্ত্রী। প্রায় একশ' বছর বয়সে ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনিও অত্যন্ত পূণ্যবতী একজন মহিলা ছিলেন। দোয়া ও খোদার উপর নির্ভর বা তাওয়াক্কুল ছিল তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। চরম দারিদ্র সত্ত্বেও অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে স্বামীর সঙ্গ দিয়েছেন, আত্মসম্মানবোধ ছিলো প্রবল। অসচ্ছলতা সত্ত্বেও কখনো কারো কাছে হাত পাতেন নি। ভাল পোষাক পরিধান করতেন। স্বল্পের ভেতর ভালো জীবন যাপনের চেষ্টা করতেন। ২৮ বছর পর্যন্ত রসূল নগরে ছিলেন। সেখানে জামাতের কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় অতিথিদের আনাগোনা লেগেই থাকতো আর অন্যান্য মেহমানও আসতো, তাঁর ঘর অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। একান্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের আতিথেয়তা করতেন। ১৯৭৪ এর অশান্ত যুগে ঘরে কেবল বাচ্চা ও মহিলারা ছিলো কোন পুরুষ ছিলো না। ঘরের বাহিরে মাচায় বসে সারা রাত জেগে দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে পাহারা দিতেন। তার ভেতর জামাতী ও ধর্মীয় আত্মাভিমান ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই বিশৃঙ্খল যুগে মানুষ পরামর্শ দিয়েছিলো, ঘরের বাহিরে আহমদীয়া লাইব্রেরী লেখা সাইন বোর্ডটি খুলে ফেলা হোক কেননা এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তিও লিখা আছে। তিনি বলেন, এটি এভাবেই লাগানো থাকবে কারো ভয়ে আমরা নিজ হাতে এটি নামাবো না। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসেবেও ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। আহমদী ও গয়ের আহমদী ছেলে-মেয়েদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশ দিতেন। তিনি তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। তার এক ছেলে

ওয়াকফে যিন্দেগী জনাব মোবারক আহমদ জাফর লন্ডনে এডিশনাল উকিলুল মাল হিসেবে কাজ করছেন। আর দ্বিতীয় ছেলে জনাব মোবাশ্বের আহমদ জাফর সাহেবও অবসরোত্তর জীবন উৎসর্গ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দিন এবং মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আমি পূর্বেই বলেছি, (নামাযের পর) তাঁদের গায়েবানা জানাযা পড়ানো হবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)